৫.৩.৯ রেল সাইডিং মেরামত

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম খাতে বরাদ্দকৃত স্থাপনাসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থাপণের নাম	কাজের ধরণ	বাজেটের পরিমান (টাকা)
০১	খুলনা সিএসডি, খুলনা	রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য	৮,৮০,৩৫,১৭৬.৭৩/-
০২	মহেশ্বরপাশা সিএসডি, খুলনা		১০,৯১,৭৫,৮১৮.২৪/-
০৩	চট্টগ্রাম সাইলো, চট্টগ্রাম		৮,৬২,৬৪,৪৪৫.৯৭/-
০৪	দেওয়ানহাট সিএসডি, চট্টগ্রাম		৬,৩৬,৯৯,৮৩২.৮৯/-
		মোট=	৩৪,৭১,৭৫,২৭৩.৮৩/-
কথায়ঃ চৌত্রিশ কোটি একাত্তর লাখ পঁচাত্তর হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র			

৫.৩.১০ সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা

ক্রমিক নং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৫৯৬	৩৮	৬৩৪	১৩০৪০৭৫	১২২২৪৫০
২	সিএসডি	১২	০	১২	৫৩৬০৫৪	৪৯৪৬৫২
৩	সাইলো	৫	১	৬	২৭৫৮০০	২৭৫০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	১	০	১	১০০০০	১০০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	১	০	১	২৫০০০	১৫০০০
মোট =		৬১৫	৩৯	৬৫৪	২১৫০৯২৯	২০১৭১০২

৫.৩.১১ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির জন্য একটি Software প্রস্তুত করা করেছে। উক্ত *Least Cost Route Movement Programming and Stock in Transit* সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারির পাইলটিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য চলাচলের জন্য আগাম পরিকল্পনাকরণ সহজ হবে, পরিকল্পনার আলোকে সঠিক এবং লাগসই চলাচলসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে, স্বল্প ব্যয় পথ নিরূপণ করে চলাচলসূচি জারি করা সহজ হবে, পথ খাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সহজতর হবে, খাদ্যশস্যের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট, মাল্টিপল মুভমেন্ট, ক্রস মুভমেন্ট এবং অপ্রয়োজনীয় চলাচল পরিহার করা সম্ভব হবে, সর্বোপরি, খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমে একটি আধুনিক, দক্ষ ও মিতব্যয়ী ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে।

৫.৩.১২ করোনাকালীন সময়ের কর্মকান্ড

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সারাদেশে সরকার কর্তৃক লক ডাউন ঘোষণা করা হয়। উক্ত সময়ে খাদ্য বিভাগের পরিবহণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। সারাদেশে লকডাউনের সময় অর্থাৎ এপ্রিল/২০২০ ও মে/২০২০ মাসে সারাদেশে সড়ক, নৌ ও রেল পথে ৪,৮৩,১২০ মে.টন খাদ্য শস্যের চলাচলসূচি জারি করা হয়। তন্মধ্যে ৪,৬৫,২৮৬ মে.টন খাদ্যশস্য পরিবাহিত হয়েছে। চলাচল সূচি জারির তুলনায় খাদ্যশস্য পরিবহণের হার ৯৬.৩১%।

৫.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

৫.৪.১ অর্গানোগ্রাম

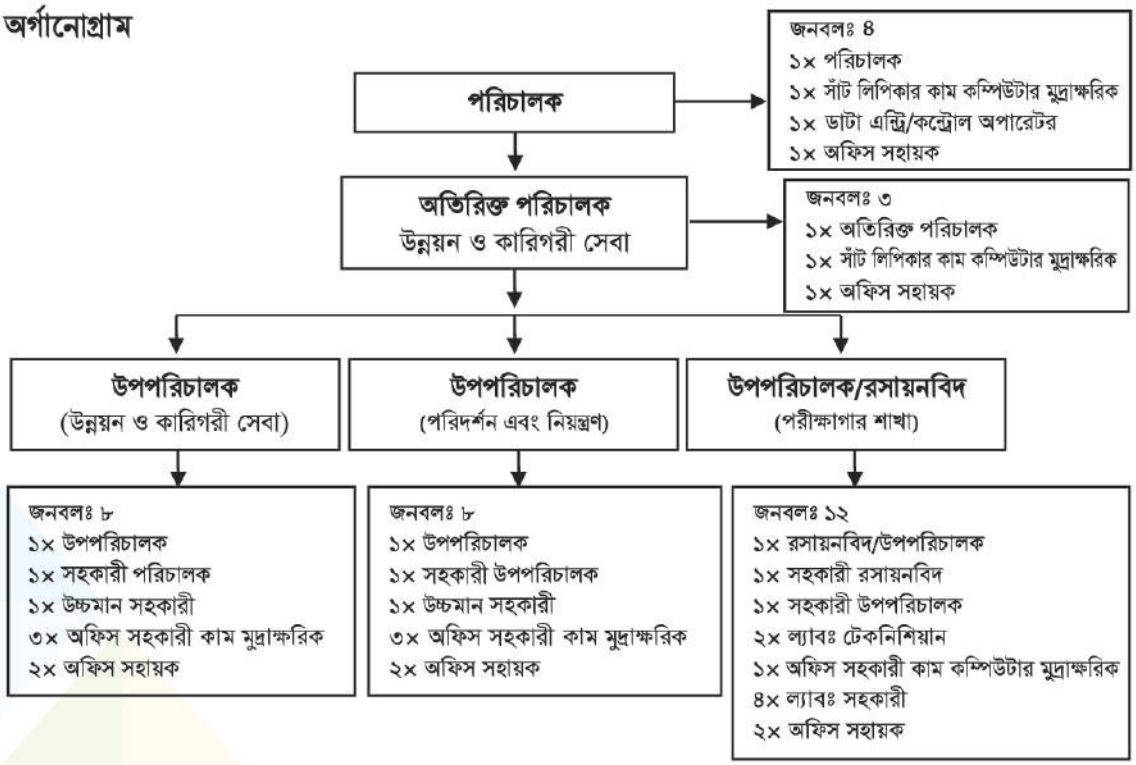

৫.৪.২ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

৫.৪.৩ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ১৫৪টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ৬২২টি সহ সর্বমোট ৭৭৬টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

৫.৪.৪ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর নিকট হতে ১,০০০ (এক হাজার) টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত Moisture Meter ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৫.৪.৫ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সিএসডি ও এলএসডিতে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) পিস গ্যাসপ্রুফ শীট (জিপি শীট) সরবরাহের জন্য মেসার্স আল মদিনা ট্রেডার্স এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বব্যাপি করোনা পরিস্থিতির কারণে জিপি শীট সরবরাহে বিলম্ব হচ্ছে। অতিশীঘ্রই জিপি শীট চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাবে।

৫.৪.৬ আনলোডার ক্রয়

চট্টগ্রাম সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader ক্রয় এবং বিদ্যমান Vigan-1 Pneumatic Ship Unloader টি Upgradation এর জন্য Vigan Engineering, S.A, Rue de I'Industric 16, B-1400 Nivelles, E.C.Belgium এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বব্যাপি করোনা পরিস্থিতির কারণে আনলোডারটি জাহাজীকরণে বিলম্ব হচ্ছে। তবে শীঘ্রই বেলজিয়াম থেকে আনলোডারটি জাহাজীকরণ করা হবে।

৫.৪.৭ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম ও মোংলা সাইলোতে স্থাপিত Pneumatic Ship Unloader এর বিভিন্ন প্রকার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, নিউমেটিক ও হাইড্রলিক) Spare parts ক্রয়/সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২(দুই) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক নিয়মিত সার্ভিসিং করার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আনলোডারের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।

৫.৪.৮ কাঠের ডানেজ ক্রয়

গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২ মি.x১ মি. সাইজের ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ডানেজ প্রতি পিস ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হিসেবে সর্বমোট ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৩,৩৪৪ (তিন হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.৯ ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলো, সিএসডি ও এলএসডি'তে ব্যবহারের জন্য ১০০০টি Digital Platform Scale (600 kg Capacity) এবং ১৮টি Digital Weigh Bridge Scale (60 MT Capacity) সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। স্কেলসমূহ সরবরাহ করা হয়েছে এবং স্থাপন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৫.৪.১০ পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম

৫.৪.১০.১ নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বজায়/বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত নতুন নির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৫.৪.১০.২ নতুন নির্মাণ কাজ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ কর্তৃক ২৪টি নতুন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। কার্যাদেশ প্রদানকৃত ২৪টি কাজের মধ্যে ৪টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি কাজের গড় অগ্রগতি প্রায় ৪১%।

৫.৪.১০.৩ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৩০টি কাজের মধ্যে ২৫টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি কাজের গড় অগ্রগতি ৬৩%।

৬.০ উন্নয়ন

৬.১ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে; যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

৬.১.১ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলাধীন ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃটনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০৯ টি গুদাম হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ১০ টি গুদাম হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.১.২ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মেঃটন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মেঃটন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মেঃটন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩টি সাইটে কাজের গড় অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও তা আগামী অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.১.৩ সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশে বিদ্যমান গুদামের কার্যকর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় ৭২৫ টি স্থাপনায় গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৫২.৯৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৫৮টি গুদাম, ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর এবং ৫৫,৬০০ বঃমি রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১.৪ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন চ্যানেলে পুষ্টি চাল বিতরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্নেল উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, বি-১, বি-১২, আয়রন, জিংক ও ফোলিক এসিড) সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা।

৬.২ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প

৬.২.১ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ড্রায়ারসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার মোট ২০০টি ধানের সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পিইসি সভায় আপাতত 'জমি অধিগ্রহণ করতে হবে না' এমন স্থানে পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক ৩০টি লোকেশন নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকেল্পর ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান আছে।

৬.২.২ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলার দুর্যোগপ্রবণ ৫৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে ৫৫ কেজি ধারণক্ষমতার ৩ (তিন) লাখ পিস পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পটি জুলাই/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে ৪২১৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

৬.২.৩ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ সমন্বিত রাইস মিল নির্মাণ

কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং পলিশার, গ্রেডিং ও কালার সর্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন চাল উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, ফরিদপুর, নওগাঁ ও সিলেট জেলায় ৬টি রাইস মিল স্থাপন করা হবে। প্রতিটি স্থানে ২৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Public Private Partnership Authority (PPPA) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৬.২.৪ সারাদেশে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং গুদাম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত প্রকল্প

নতুন গুদাম নির্মাণ এবং পুরাতন খাদ্য গুদাম মেরামতের মাধ্যমে মোট ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের Feasibility Study কাজ চলমান আছে।

৭.০ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

৭.১ অর্গানোগ্রাম

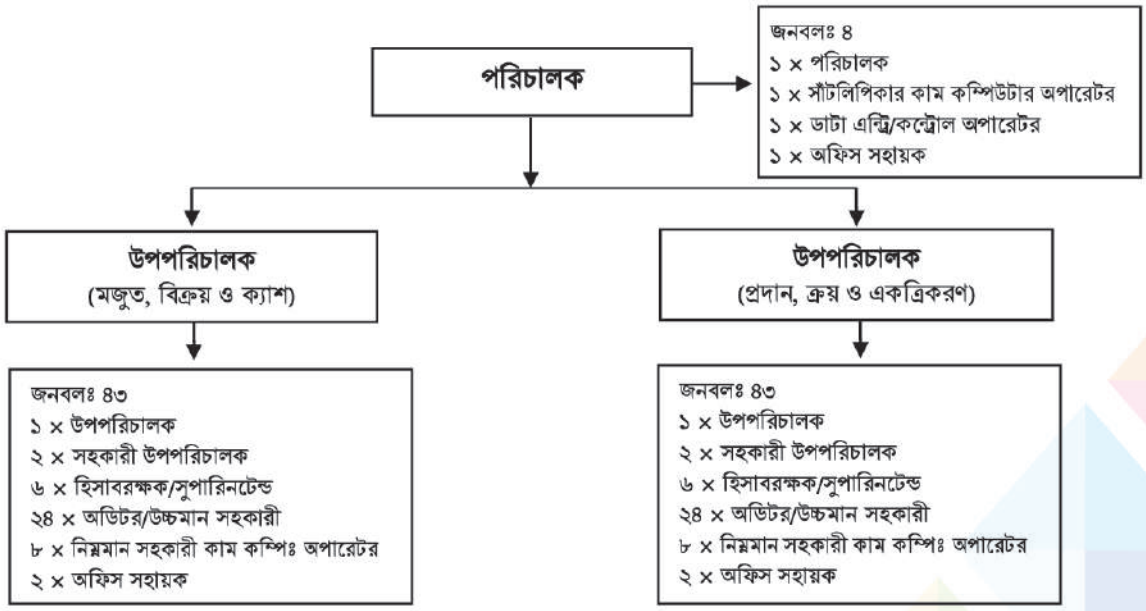

অর্গানোগ্রামঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীন ০৭টি বিভাগ এর মধ্যে হিসাব ও অর্থ বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। উক্ত বিভাগে একজন পরিচালকের অধীনে ০২ জন উপপরিচালক, ০৪ জন সহকারী উপপরিচালক, ১২ জন হিসাব রক্ষক, ৪৮ জন উচ্চমান সহকারী, ১৬ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ০১ জন সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং ০৫ জন অফিস সহায়কের মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে।

৭.২ কর্মকান্ড

৭.২.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৭.২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ১৪: ব্যয় বাজেট (২০১৯-২০) (হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০১৯-২০		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৫৭১,৫৬,০০	৫৩৬,০৮,৪৩	৪৫৯,৭২,২৯
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	১৫৬৪৯,০৯,৮৭	১৫২২১,৬৫,৮০	১৩৫১০,০০,৭৬
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয়	১৬২২০,৬৫,৮৭	১৫৭৫৭,৭৪,২৩	১৩৮২৯,৫৬,৯০
উন্নয়ন ব্যয়	৮৭০,৮৬,০০	৪৬১,৪৯,০০	২১৫,১২,০০
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) ব্যয়ঃ	১৭০৯১,৫১,৮৭	১৬২১৯,২৩,২৩	১৪১৮৪,৮৫,০৫

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

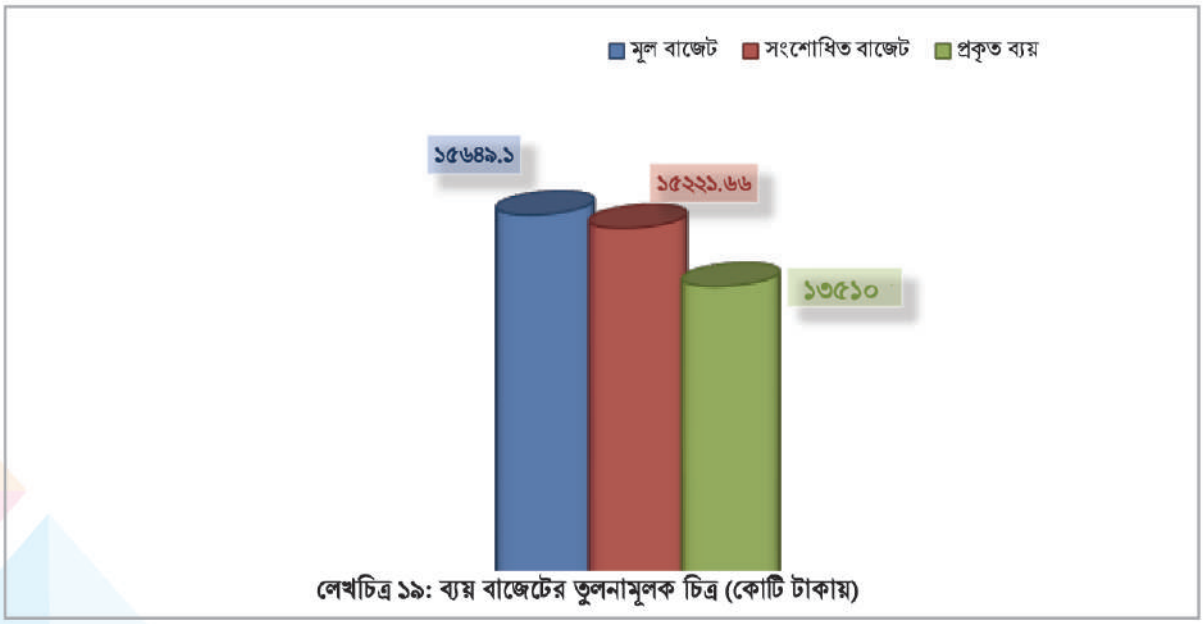

লেখচিত্র ১৯: ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

সারণিঃ১৫ : প্রাপ্তি বাজেট (২০১৯-২০)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত প্রাপ্তি বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৯-২০
১	২	৩	৪
খাদ্য অধিদপ্তর	২৬,৪৫,০০	২৬,৫৫,০০	২৯,১২,৯৭

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

লেখচিত্র ২০: প্রাপ্তি বাজেটের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

৭.২.৩ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণি-১৬ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৯-২০

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
সংগ্রহ				
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি	০	৩৯৯৩.৬৬	০	৩৮৭২.৮৭
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	০.৮৯ (চাল-০.০১ গম-০.৮৮)	২৬৬.০৫	০.৬৯ (চাল-০.০০ গম-০.৬৯)	১৬৩.৬২
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	৪.১৪ (চাল-০.০১ গম-৪.১৩)	৯৫২.০০	৩.৬৮ (চাল-০.০০ গম-৩.৬৮)	৭৪৭.৫৮
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	২৩.৪৯ (চাল-২২.৭৪ গম-০.৭৫)	৮৭৭৭.৯৬	১৮.৭২ (চাল-১৮.০৫ গম-০.৬৭)	৭৬৩৬.১৫
পরিচালন ব্যয়	০	১২৩১.৯৯	০	১০৮৯.৭৯
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৫৩৬.০৮	০	৪৫৯.৭২
মোট=	২৮.৫২ (চাল-২২.৭৬ গম-৫.৭৬)	১৫৭৫৭.৭৪	২৩.০৯ (চাল-১৮.০৫ গম-৫.০৪)	১৩৮২৯.৫৭
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	১২.০৭	৯৪৬.০০	১১.৮৭	১০৯৩.৭৬
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৪.৬৫	৪৮৬.০০	৪.১৫	৪২৬.১০
কাবিখা (চাল)	১.২০	৫২৩.০০	১.০৮	৪৭৪.৪৪
কাবিখা (গম)	১.৮০	৫৮৩.০০	১.২০	৩৭৬.৫০
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	১১.০৩	৪৮০৭.০০	৯.০৮	৩৯৭৫.০১
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৩০	৯৭.০০	০.৩২	১০০.৫৬
ভর্তুকি	০	৫৩৩২.০০	০	৫০৪৯.৫৩
মোট	৩১.০৫	১২৭৭৪.০০	২৭.৭০	১১৪৯৫.৯০

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৭.২.৪ অন্যান্য কর্মকান্ড

- অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কার্যক্রমে বাজেটে গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৮৭৭৭,৯৫,৭৩,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই বিশাল অংকের অর্থ খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সংগ্রহকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য পুনর্ভরনের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আইবাস++ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ এন্ট্রি দেয়া হয় এবং হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ খাতে ব্যয় হয় ৭৬৩৬,১৫,০০,০০০ টাকা। এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকারের খাদ্যশস্য মজুত কার্যক্রমে হিসাব ও অর্থ বিভাগ সহায়তা করে থাকে।
- বাজেটের নতুন শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৪৮০২ খাদ্য অধিদপ্তরের অন্তর্গত সকল পরিচালন ইউনিটের সাধারণ কার্যক্রমের (প্রাতিষ্ঠানিক বাজেট) বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং হিসাব সংরক্ষণ করা। এ খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর সমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আইবাস++ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ এন্ট্রি দেয়া হয়।
- বাজেটের নতুন শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ১৪৮ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৪৮০২ খাদ্য অধিদপ্তরের অন্তর্গত বিশেষ কার্যক্রমের (সংগ্রহ ও বিতরণ) পরিচালন ইউনিট ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং হিসাব সংরক্ষণ করা। এ খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আইবাস++ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ এন্ট্রি দেয়া হয়।

- বৈদেশিক অনুদান সূত্রে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ অর্থ সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্তকরণের ব্যবস্থা করা।
- প্রতি অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করা এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর ব্যতীত প্রাপ্তির হিসাব প্রণয়ন করা।
- খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য সকল প্রকার বিল পরিশোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা। অনলাইনে বেতন প্রস্তুতির জন্য নিয়মিত তথ্য সংযুক্তকরণ, সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। পেনশন সংক্রান্ত কাজ কর্মে সহায়তা প্রদান যেমন, লাম্প এমাউন্ট বিল সমূহ প্রস্তুত ও ডি.ডি.ও এর মাধ্যমে সিএও দপ্তরে প্রেরণ। বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এল.পি.সি এবং ই.এল.পি.সি প্রদান, ভ্রমন বিষয়ক যাবতীয় বিল প্রস্তুত এবং ডি.ডি.ও এর মাধ্যমে সি.এ.ও দপ্তরে প্রেরণ। বিভিন্ন কর্মচারীর সার্ভিস বহি হালনাগাদ করা এবং সংরক্ষণ ও আদান প্রদান করা, বেতন নির্ধারণ ও বেতন বিবরণী প্রদান করা হয়।
- বিশেষ জরুরি খাতে (ইপি) সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী সদস্যদের জন্য ধারে খাদ্যশস্য সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত চেকের অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করার ব্যবস্থা নেয়া।
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সব ধরনের পণ্য ও সেবার বিল- ডি.ডি.ও এর মাধ্যমে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ।
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে আহবানকৃত দরপত্রের সিডিউল জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী বিক্রয় ও প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা ।
- খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক সম্মানীভাতা প্রদান করা।
- খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের বাজেয়াপ্তকৃত চেক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা।
- তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের লাইসেন্স নবায়ন ফি গ্রহণ এবং প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা এবং সকল পরিবহণ ঠিকাদারদের জামানত নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ/ফেরত প্রদান। গোডাউন ভাড়া সংক্রান্ত চেক/পে-অর্ডার ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা।

৮.০ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

৮.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অর্গানোগ্রাম

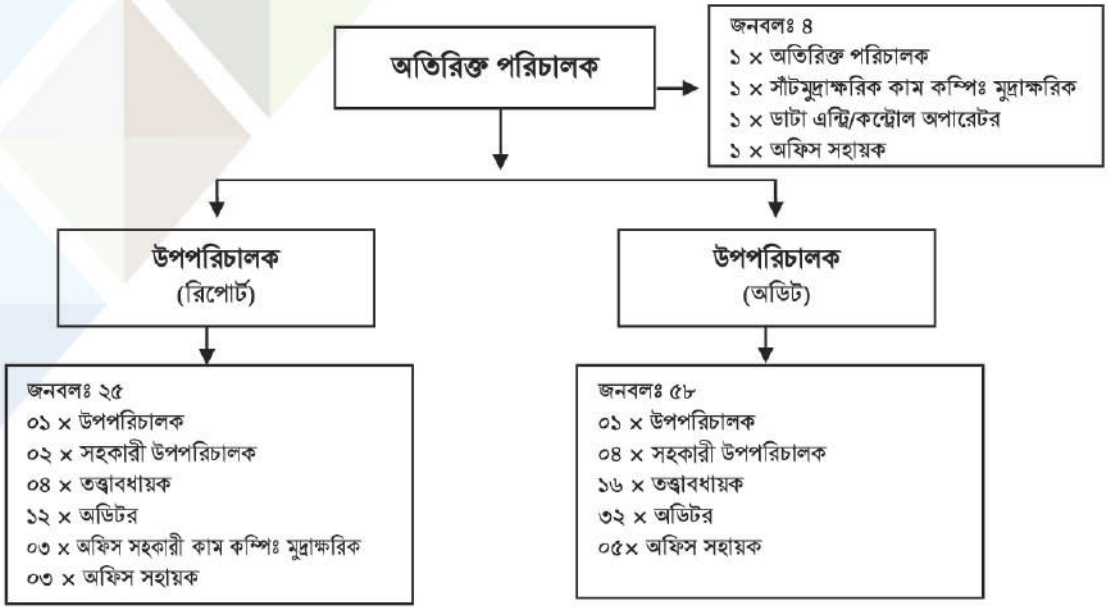

৮.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

৮.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত ১ (এক) জন সুপারিনটেনডেন্টকে প্রধান করে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ১১টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৩৯টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

সারণী-১৭ : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০	৬৪	০৬	১৬	৩১৫	১১৭৭	৪.৯৬

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /১৯) = ৪১২০৬ ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ১১৭৭	১০৯৭.৩০ ৪.৯৬	১৮৫	২২১১	০৩.০৫	৪০১৭২	১০৯৯.২১
মোট = ৪২৩৮৩	১১০২.২৬					

৮.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি

রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তির জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়্যারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদকরণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান ,ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে।

৯.০ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ

৯.১ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের অর্গানোগ্রাম

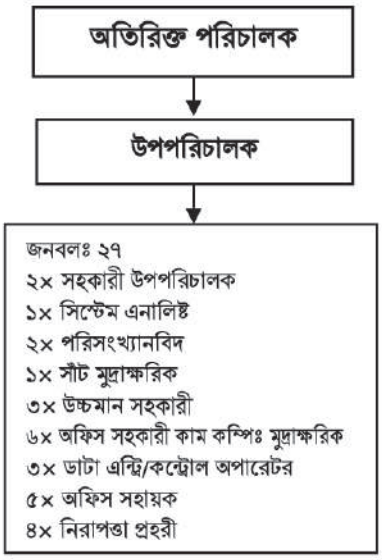

৯.২ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, ধান ছাঁটাই, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তার তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রথমে উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরিত হয়। এর পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সমূহ প্রাপ্ত সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। আবার আঞ্চলিক দপ্তর সমূহ তার অধিনস্ত সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এমআইএসএন্ডএম বিভাগ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তাই এই প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক গুরুত্ব বহন করে।

এমআইএসএন্ডএম (Management Information System & Monitoring) বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

(১) দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(৩) মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৪) বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৫) কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম তদারকি করণ
(৬) খাদ্য বিভাগীয় বেসরকারি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা
(৭) কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

৯.২.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে রাতে জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে এর সঠিকতা যাচাই করে দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৈনিক প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৯.২.২ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে প্রতি রবিবার/সোমবার জাতীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা এফপিএমইউ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৯.২.৩ মাসিক প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের সমন্বয়ে ৩ (তিন) টি মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগের পিপিটি শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং অন্য ২টি এফপিএমইউতে প্রেরণ করা হয়।

৯.২.৪ বিশেষ প্রতিবেদন

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ সময়ে সময়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। যেমন, সংগ্রহ বিভাগ অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তথ্যের সাথে মিলিকরণ করে সঠিকতা যাচাই করে। আবার হিসাব ও অর্থ বিভাগ, সরবরাহ বন্টন ও বিপনণ বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ করে থাকে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যশস্যের হালনাগাদ মজুত, চ্যানেল ওয়াইজ বিতরণের তথ্য, সরকারি আমদানি, পরিবহন, সংগ্রহের সর্বশেষ পরিস্থিতি, খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের এবং স্টেক হোল্ডারদের (মিলার, ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার ইত্যাদি) করোনায় আক্রান্তের তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

৯.২.৫ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণের কাজ সিডিইউ করে থাকে যা অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের হিসাব রক্ষণের কাজ ও এর ব্যবস্থাপনা এ দপ্তর করে থাকে। একজন সহকারি উপ-পরিচালক/সমমান কর্মকর্তা এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৯.২.৬ খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল

খাদ্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি কল্যাণ তহবিল চালু আছে যা অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। উক্ত তহবিল খাদ্য বিভাগীয় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে বাৎসরিক এক দিনের অর্ধেক পরিমান অর্থ চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তহবিলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা রাখে। পদাধিকারবলে মহাপরিচালক (খাদ্য) উক্ত তহবিলের সভাপতি এবং পরিচালক, হিসাব ও অর্থ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও প্রমানপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সহায়তার পরিমাণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৯.২.৭ কন্ট্রোল রুম

দেশের সংকটময় অবস্থায় (বন্যা, করোনা, ঘুর্ণিঝড়) প্রশাসনিক নির্দেশে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয় যা অত্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুম শিফট আকারে কখনো ২৪ ঘন্টা, কখনো ১৬ ঘন্টা চালু থাকে। সারাদেশে কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর দেয়া থাকে যাতে করে মাঠ পর্যায় থেকে জরুরি ভিত্তিতে তথ্য কন্ট্রোল রুমে থেকে জানাতে পারে। কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে।

১০.০ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা

১০.১ বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আনয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

সারণী-১৮ : ২০১৯-২০২০অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৯ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/২০ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৮,১৫৭	৪,৩১৪.৮৮	২২৯	৪০৩.৭৮	৮৭১	৭০.৫২	১৭৫১৫	৪৬৪৮.১৪

১০.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে প্রায় আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

১০.৩ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বি-পক্ষীয় সভা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার একশত সাতান্নটি আপত্তির মধ্যে ১৩,৯৮৩টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ অনুচ্ছেদভূক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষার দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	দ্বি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	২৮	৩৫	৭৮৪	৭৮০	৬৭৭	৬৪৮

ত্রি-পক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এতদপৃষ্ঠায় লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষার ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	২১	১৩	৪৮৩	২৬৩	৩৫৭	২০২

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

*দ্বি-পক্ষীয় **ত্রি-পক্ষীয়

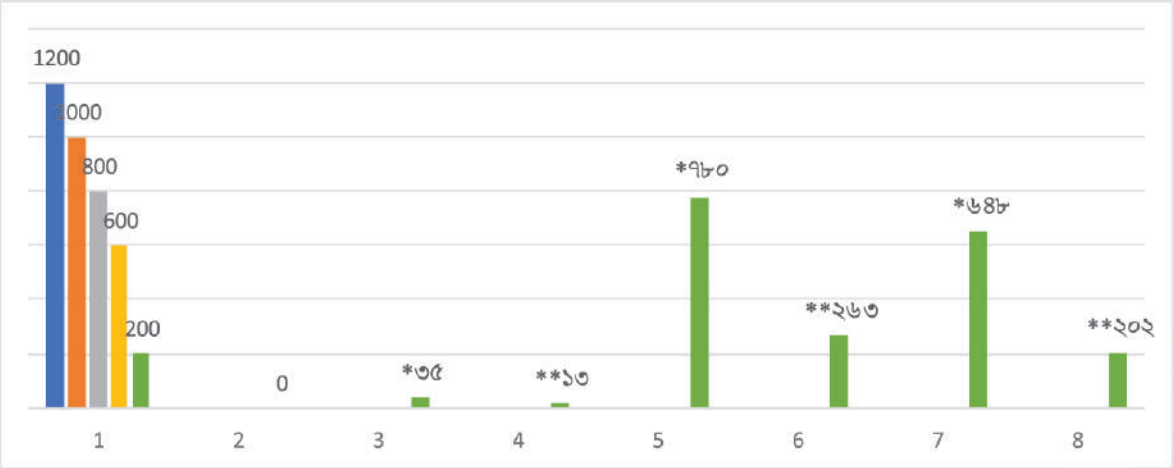

লেখচিত্র ২১: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষার চিত্র

১১.৩ আইসিটি কার্যক্রম

১১.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের অর্গানোগ্রাম

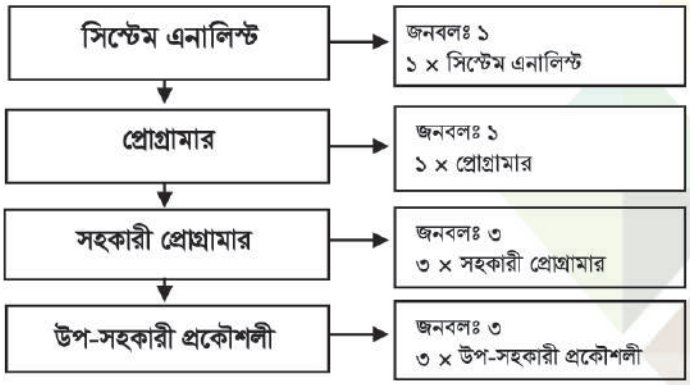

১১.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

কম্পিউটার ল্যাব বর্ধিতকরণ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫টি কম্পিউটার সজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কম্পিউটার ল্যাবটির কলেবর বৃদ্ধি করে ২৮ জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপোযোগী করা হয়।

Movement Programming Software (Least Cost Route)

খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রমে Least Cost Route এর উপর ভিত্তি করে Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারটি মাঠ-পর্যায়ে পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহের অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে যা আমন'২০২০ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যবস্থাপনা

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। উক্ত সিস্টেম মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততম সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল, সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও জবাবদিহির আওতায় আনার নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সকল স্থাপনায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন; তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী জনবল গড়ে তোলা; খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর; দ্রুত সেবা প্রদান; দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি। ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড.বাংলা) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

চিত্র-৪: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

১১.৩ ইনোভেশন কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তর সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১	কৃষকের অ্যাপ।	পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত।
২	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান।	পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ১টি উপজেলায় বাস্তবায়িত। দেশব্যাপী রেপ্লিকেশন আদেশ জারি করা হয়েছে।
৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।	পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ১টি উপজেলায় বাস্তবায়িত।

১১.৩.১ কৃষকের অ্যাপ

প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহের জন্য "কৃষকের অ্যাপ" চালু করা হয়েছে। এটি একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। একজন কৃষক এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে কৃষক হিসেবে নিবন্ধন হতে পারেন। সংগ্রহের সময় নিবন্ধিত কৃষকদের মধ্যে অনলাইন লটারি মাধ্যমে ধান সরবরাহের জন্য কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষকরা এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারেন এবং তাদের বরাদ্দকৃত ধান সরকারি খাদ্য গুদামে কোনও হয়রানি ছাড়াই বিক্রয় করতে পারেন। খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহের পর কৃষকদের ব্যাংক হিসাবে ধানের মূল্য পরিশোধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মধ্যস্বত্বভোগীর কোনও প্রভাব নেই। আমন/২০১৯-২০২০ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম পরীক্ষামূলক ভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং বোরো/২০২০ মৌসুমে ২৪টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হয়েছে। আগামী আমন'২০২০ মৌসুমে ৬৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

চিত্র-৫: উদ্যোগ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগণের সাথে আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্স

চিত্র-৬: কৃষকের অ্যাপ পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভা

১১.৩.২ এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান

বর্তমানে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে কোন সিল প্রদান করা হয় না। পিএফডিএস খাতে যথা: টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ডি.ও গ্রহীতা কর্তৃক খাদ্যশস্যের সরবরবাহ নেয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদামের লোডিং ডকে প্লেস করা হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বড় সিলে অমোচনীয় লাল কালি/রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত, বিতরনের খাতের নাম, এলএসডি নাম, সন, সিল প্রদান করা হয়।সিলের আকার ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়।

চিত্র-৭: ইনোভেশন ওয়ার্কশপ: বিতরণকৃত সিল পরিমার্জনে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এর দিক নির্দেশনা

১১.৩.৩ খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। এলএসডির নাম সম্বলিত নির্দিষ্ট সংখ্যক খালি বস্তা চুক্তিবদ্ধ মিল মালিক তার মিলে নিয়ে যান এবং মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন। স্টেনসিল ছাপ প্রদান বিষয়টি সহজীকরণের মাধ্যমে দুই ধাপের পরিবর্তে এক ধাপে অর্থাৎ মিলার ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ (স্ক্রিন প্রিন্ট) অমোচনীয় কালির মাধ্যমে প্রদান করেন।

কৃষকের অ্যাপের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

চিত্র-৮: কৃষকের অ্যাপের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চিত্র-৯ : কৃষকের অ্যাপের মতবিনিময় সভার খন্ড চিত্র

চিত্র-১০: কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধনের প্রচারনা

২৯ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত ইনোভেশন কর্মশালার চিত্র

চিত্র-১১: সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরন

চিত্র-১২: সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দ্যেশ্যে বক্তব্য

চিত্র-১৩: কর্মশালা চলাকালীন ফেসিলেটর ও অংশগ্রহণকারী

১২.০ করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সারাদেশে লকডাউন পরিস্থিতিতে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ তদারকি করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য দেশের আটটি বিভাগে ৭ (সাত) জন অতিরিক্ত সচিব ও ১ (এক) জন যুগ্মসচিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যারা নিয়মিত খাদ্যসচিব বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করছেন।
- করোনা সংক্রমণ শুরুর দিন থেকে প্রতিদিন (ছুটির দিনসহ) সারাদেশের ৫৯৫টি এলএসডি, ১২টি সিএসডি, ৫টি সাইলো, ১টি ফ্লাওয়ার মিল ও ১টি বহুতল ওয়্যারহাউজসহ ৬১৪টি স্থাপনা খোলা রাখা হয়।
- খাদ্য অধিদপ্তরের ৬১৪টি স্থাপনায় দৈনিকভিত্তিতে নিয়োগকৃত ২০,৮৮০ জন শ্রমিককে প্রতিদিন খাদ্যশস্য বোঝাই-খালাস কাজে নিয়োজিত রাখা হয়।
- সরকারি খাদ্যগুদামের শ্রমিকগণকে জিআর খাতে সরবরাহতব্য ১০ কেজি চালের প্যাকেট তৈরির কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।
- করোনাকালে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ৩৪,১৯,০৫০ সংখ্যক ভোক্তার মাঝে ১০ টাকা কজি দরে **৬৮,৫৬১ মে. টন** চাল বিক্রয় করা হয়।
- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় মার্চ/২০২০, এপ্রিল/২০২০ এবং মে/২০২০ এই তিন মাসে স্বল্প আয়ের ৫০ লক্ষ পরিবারের মাঝে ১০ টাকা কেজি দরে **৪,৪৩,৫৯০ মে.** টন চাল বিক্রয় করা হয়।
- অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কর্মসূচি, ২০২০ সমাপনান্তে (১৫/০৯/২০২০ খ্রি.) সংগৃহীত ধান **২,১৯,৮৬৫ মে.টন**, সিদ্ধ চাল **৬,৬৭,৮৯০ মে.টন**, আতপ চাল ৯৯,১২৩ মে.টন ও গম ৬৬,৪২৯ মে.টন
- জি টু জি চুক্তির আওতায় মে/২০২০, জুলাই/২০২০, আগস্ট/২০২০ ও সেপ্টেম্বর/২০২০ এই চার মাসে ২,৭০,৭৪৫ মে. টন গম আমদানি করা হয়।
- চাহিদার আলোকে চলাচলসূচির মাধ্যমে সারাদেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- সরকার ঘোষিত লকডাউনকালে অর্থাৎ এপ্রিল'২০, মে'২০ এবং জুন'২০ এই তিন মাসে সারাদেশে ৭,১৯,৩১৩ মে. টন খাদ্যশস্য পরিবাহিত হয়।
- খাদ্য বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে সরকারি জরুরি খাদ্য সহায়তা, বিতরণ ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহণ কার্যক্রমে নিযুক্ত করা হয়।

১২.১ করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোসমূহে কর্মরত শ্রমিকগণকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/সাবান দ্বারা হাত ধোয়া এবং বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।
- খাদ্যশস্য পরিবহণকারী যানবাহনসমূহ ব্লিচিংপাউডার মিশ্রিত পানি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়।
- করোনা প্রতিরোধে কর্মকর্তা-কর্মচারি, শ্রমিক ও ভোক্তাগণের মাঝে সামাজিক দূরত্ব (৬ ফুট) নিশ্চিত করা হয়।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য

ক্রঃনং	দপ্তর/বিভাগের নাম	আক্রান্তের সংখ্যা	আরোগ্য লাভের সংখ্যা	চিকিৎসাধীন সংখ্যা	মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা
০১	খাদ্য অধিদপ্তর	২২	২০	০১	০১
০২	ঢাকা বিভাগ	৫৩	৫১	০০	০২
০৩	চট্টগ্রাম বিভাগ	৪০	৩৮	০২	০
০৪	রাজশাহী বিভাগ	২১	২১	০	০
০৫	রংপুর বিভাগ	১৬	১৫	০১	০
০৬	খুলনা বিভাগ	১৭	১৭	০	০
০৭	বরিশাল বিভাগ	১৭	১৩	০৪	০
০৮	সিলেট বিভাগ	১৭	১৭	০	০
০৯	ঢাকা রেশনিং	০১	০	০	০১
১০	চট্টগ্রাম সাইলো	০১	০১	০	০
১১	নারায়নগঞ্জ সাইলো	০১	০	০১	০
১২	আশুগঞ্জ সাইলো	০১	০১	০	০
১৩	সান্তাহার সাইলো	০	০	০	০
১৪	মোংলা সাইলো	০১	০১	০	০
১৫	ফ্লাওয়ার মিল	০	০	০	০
মোট =		২০৮	১৯৫	০৯	০৪

১২.২ আমরা যাদের হারালাম

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
১।	জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	নারায়নগঞ্জ সিএসডি, নারায়নগঞ্জ সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৩/০৪/২০২০	১৫/০৪/২০২০ তারিখে কুর্মিটোলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন
২।	জনাব উৎপল কুমার সাহা	প্রধান নিয়ন্ত্রক	ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	৩১/০৫/২০২০	০১/০৬/২০২০ তারিখে আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন
৩।	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	সংযুক্তিঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	২৫/০৬/২০২০	১২/০৭/২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন
৪।	জনাব সুখরঞ্জন হালদার	খাদ্য পরিদর্শক	পাকুটিয়া খাদ্য গুদাম, ঘাটাইল, টাংগাইল সংযুক্তিঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, টাংগাইল	০৩/০৭/২০২০	১৬/০৭/২০২০ তারিখে মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন

১৩.০ খাদ্য অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

এফ এম মিজানুর রহমান
পরিচালক
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদামসমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখা হয় এবং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিও করা হয়। এছাড়াও নতুন নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সারাদেশে ২৪টি নতুন নির্মাণ কাজ এবং ৩০টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে খাদ্য অধিদপ্তরের নিচতলায় বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে চিত্রায়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেয়ালচিত্র স্থাপন করা হয়েছে।

Sustainable Development Goal (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুদামের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৩৭.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(১) সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলাধীন ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃটনের ১১৪টি) নির্মাণ করা হবে। ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০৯ টি গুদাম হস্তান্তরিত হয়েছে। ৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।

(২) আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প:

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ করা হবে। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মেঃটন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মেঃটন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মেঃটন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

(৩) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় ৭২৫ টি স্থাপনায় গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৫২.৯৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৫৮টি গুদাম, ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর এবং ৫৫,৬০০ বর্গমিটার রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

উপরোল্লিখিত প্রকল্প ব্যতীত আরও ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে; যার বিবরণ নিম্নরুপ

(১) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ

প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, বি-১, বি-১২, আয়রন, জিংক ও ফলিক এসিড) সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

(২) দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলাধীন ৫৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে ৩ (তিন) লাখ পিস পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। ৪২১৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণঃ

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ড্রায়ারসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার মোট ২০০টি ধানের সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পিইসি সভায় আপতত: পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান আছে।

(৪) দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ সমন্বিত রাইস মিল নির্মাণ

কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রদান এবং গুণগত মান সম্পন্ন চাল উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, ফরিদপুর, নওগাঁ ও সিলেট জেলায় ৬টি রাইস মিল স্থাপন করা হবে। এছাড়া প্রতিটি রাইস মিলের সাথে ২৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সাইলো নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রকল্পটি Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) তে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে।

১৪.০ খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

মোঃ জামাল হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪.১ খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কোন এক পর্যায়ে নারীর হাতেই কৃষির পত্তন ঘটে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতায়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ৮৮% গ্রামীন নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে জড়িত। এদেশের কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান বীর যোদ্ধা মূলত নারীরাই। নারী কৃষকের অবদান যে কেবলমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে তা নয়। মানুষের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা একটি আবশ্যিক ধারা। খাদ্য নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার একটি অন্যতম সূচক। কৃষিকাজে নিয়োজিত নারী কৃষকদের ৭৪% গবাদি পশু পালন, ৬৩% স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণ, ৪০% শাকসব্জি ও ফলমূল উৎপাদন, শস্য মাড়াই পরবর্তী খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে যুক্ত থাকে "রাইট টু ফুড এন্ড নিউট্রিশন ওয়াচ-২০১৯" জানাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী যে পরিমান ফসল উৎপাদিত হয় তার ৮০ শতাংশই আসে পারিবারিক কৃষি থেকে। কৃষি খাতের ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। এশিয়া মহাদেশের চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪০-৯০% শ্রম নারীরা দিয়ে থাকে। নারীর এক কার্যদিবসের ৫৩% ব্যয় হয় পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে। অপরদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কারণে নারীর কর্মসংস্থান, পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব বাড়ছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন শক্তিশালী হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিতে পুরুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী হলেও বর্তমানে নারীর অংশগ্রহণে তা বিপরীত ধারার দিকে ধাবমান। বিবিএস-এর সর্বশেষ জরিপ (২০১৫) অনুযায়ী গত এক দশকের ব্যবধানে দেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ১০২ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিকাজে যুক্ত আছেন ৬৮.১ শতাংশ নারী। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য বিভাগে নারী কর্মকর্তাগণও জেলা, উপজেলা ও সরকারি খাদ্য গুদামের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুস্থ ও মেধাবি জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সুস্থ মা সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। আবার একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের শিক্ষিত সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেজন্য নারীর সুষম ও পুষ্টিগুন সম্পন্ন খাবার এবং শিক্ষা প্রাপ্তি শুধু মৌলিক অধিকারই নয় বরং তা সুস্থ, মেধাবি ও উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মূলত গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক শিক্ষার কারণে। সেই সাথে নারীদের প্রাত্যহিক খাদ্যে ক্যালরির প্রাপ্যতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। খাদ্যের সুষম ও পুষ্টিগুণ এবং পরিবারের সদস্যদের বয়স বিবেচনায় দৈনিক খাদ্য তালিকায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মূলত পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে নারীদের ভূমিকাই প্রধান।

খাদ্য বিভাগ মহিলা, শিশু, অক্ষম ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন খাতের মাধ্যমে গ্রামে ও শহরে দরিদ্র মানুষের নিকট স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করছে। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিবেচনায় এনে পুষ্টি চাল বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্য বিভাগের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে নারী প্রধান নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সুবিধাভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচিতে অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ পুষ্টি চাল বিতরণ শুরু করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ১০০টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ১০০টি উপজেলায় ভিজিডি খাতে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। এ দুটি প্রকল্পের সুবিধা মহিলা ও শিশুদের মাঝে দৃশ্যমান হওয়ায় তা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করার কাজ চলছে। খোলা বাজারে চাল বিক্রি করার ক্ষেত্রেও নারীর সুবিধা বিবেচনা করা হচ্ছে।

১৪.২ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তা

বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবী নামক গ্রহের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। IPCC-র সমীক্ষা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। নগরায়ন, শিল্পায়ন, জৈব জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় সূর্য হতে আগত তাপ পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফেরত যেতে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণ হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়ার ধরণ ও ঋতু বৈচিত্র পাল্টে যাচ্ছে। IPCC-র ৫ম সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্ব গড় তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির ফলে ফসল উৎপাদন, পানির প্রাপ্যতা, জীব বৈচিত্র, তাপ প্রবাহ, অতি বৃষ্টি, উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস, বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রভাব পড়বে। বিশ্ব গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমতল ভূমি অধিক উঁচু না হওয়ায় এটি এখন বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। UNDP বাংলাদেশকে বিশ্বের ১ নম্বর গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাইক্লোন প্রবণ এবং ৬ষ্ঠ তম বন্যা প্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রায় প্রতি বছর এদেশে ঝড় জলোচ্ছ্বাস, আগাম বা বিলম্ব বন্যা, অপ্রত্যাশিতভাবে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানি হচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। ফলে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বর্তমানে হাওড় ও উপকূল অঞ্চলের জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় খাদ্য আমদানি করে ঘাটতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে ফসল রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা দূরুহ হবে। সুপেয় পানির উৎস ক্রমশই কমছে। ফলে ধান উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির যোগান দেয়াও দুষ্কর হবে।

তাই জমির উর্বরতা রক্ষা ও তা টেকসই করার জন্য জৈব সার তৈরী ও ব্যবহার জোরদার করতে হবে। ধানের চেয়ে অনান্য ফসল উৎপাদনে পানির প্রয়োজন হয় কম। তাই ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনের ধারা দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান, শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বাড়িয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ ভাল কৃষি অনুশীলনে (Good Agricultural Practice, GAP) নজর দেয়া প্রয়োজন।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ধারা বিবেচনায় এনে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণকল্পে খাদ্য বিভাগ বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৫,৩৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি স্টীল সাইলো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় স্টীল সাইলোগুলোতে খাদ্যশস্য দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হবে। এছাড়া, খাদ্য বিভাগ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালে যাতে দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে লক্ষ্যে উন্নত সরকারি খাদ্য গুদাম, সাইলো নির্মাণের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় উপকূলীয় ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পরিবার ভিত্তিক বিশেষভাবে তৈরী ৫ লাখ পারিবারিক সাইলো সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে তাদের খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

১৫.০ মুজিববর্ষে মৌলিক চাহিদা পূরণে খাদ্য অধিদপ্তর

মোঃ সেলিমুল আজম
অতিরিক্ত পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
এমআইএসএন্ডএম বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

"আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা
বাংলার মানুষ যেন
অন্ন পায় বস্ত্র পায়
উন্নত জীবনের অধিকারী হয়"

-- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ ও খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেন। ফলে খাদ্য ঘাটতি, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও খুব অল্প সময়ে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৩ সালে সৃষ্ট তৎকালীন সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট-ই ১৯৮৪ সাল থেকে খাদ্য অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুরই চাহিদা অনুভব করে। কিন্তু সকল প্রকার চাহিদা মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রধানত দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য, সেগুলোই মৌলিক মানবিক চাহিদার পর্যায়ভুক্ত। মৌলিক মানবিক চাহিদা মূলত দু'ধরনের চাহিদার সমন্বয়। যেমন- (ক) মৌলিক চাহিদা (খ) মানবিক চাহিদা।

মানুষের জীবনধারণ, শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও পরিতৃপ্তি এবং সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে চাহিদাগুলো পূরণ অত্যাবশ্যক, সেগুলোর সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়। মার্কিন সমাজকর্ম গবেষক Charlotte Towle (১৯৬৫) তাঁর "Common Human Needs" গ্রন্থে ছয়টি চাহিদাকে মৌলিক মানবিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চাহিদাগুলো হচ্ছে-

চিত্রঃ মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রকারভেদ

মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য। যে জৈব উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে জীবদেহের গঠন, ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, পেশি পরিচালনা, রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে তাকে খাদ্য বলে। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। খাদ্য অধিদপ্তর মৌলিক চাহিদার প্রথম প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। "শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ"-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে।

১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২০২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে খাদ্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য ভবনের নীচ তলায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন, খাদ্য অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রামান্যচিত্র তৈরি ও বিলবোর্ড স্থাপন অন্যতম। খাদ্য অধিদপ্তরসহ নিজস্ব অফিস আছে এমন দপ্তরসমূহের সামনে বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এসকল বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বিভিন্ন অংশ, খাদ্য অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রামাণ্যচিত্র এবং খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রামাণ্যচিত্র এই বিলবোর্ডসমূহে প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর সহ এর আওতাধীন সকল স্থাপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য ৩ (তিন) লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

চিত্র-১৪: মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে খাদ্য ভবনের নীচতলায় স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন ছিল এদেশের মানুষ যেন অন্ন পায়, বস্ত্র পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মী বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শুরুতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় দেশের ১০টি উপজেলা পুষ্টিচাল বিতরণ করা হতো। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মার্চ/২০২০ হতে মে/২০২০ খ্রি. মাস পর্যন্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। এ খাতে প্রতি মাসে ১৯,৬১২.৩২০ মে.টন সাধারণ চাল এবং ১৯৬.১২৩ মে.টন কার্নেল বিতরণ করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২০২১ সালে মোট ১৫০টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হবে।

ভিজিডি খাতে মোট ১০টি উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে পুষ্টিচাল বিতরণ শুরু হয়। মুজিববর্ষের পূর্বে ভিজিডি খাতে ৮১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চালু ছিল। মুজিববর্ষে ভিজিডি খাতে সরকারি ব্যয়ে মোট ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২০২১ সালে মোট ১৫০টি উপজেলায় ভিজিডি কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুজিববর্ষ প্রসঙ্গে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের আর্থিক ক্ষমতার পাশাপাশি মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন ঘটছে। ফলে গম জাতীয় খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দামিল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সুষ্ঠু খাদ্য বন্টনের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সুপরিকল্পনায় কৃষিতে যেমন আমরা সাফল্য লাভ করেছি, তেমনি খাদ্যেও এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

এছাড়াও মুজিববর্ষে কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য যে সকল এলাকায় ধান বেশি উৎপাদন হয় এবং এলএসডি চত্বরে স্থান সংকুলান হয় সেখানে "ধান শুকানো ও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা সহ ৫০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ২০০ টি সাইলো নির্মাণ" ও ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে সরাসরি মূল্য পরিশোধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই খাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সূচনা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ, পরিবহণের মাধ্যমে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী তা বিতরণ চলমান রয়েছে। ফলে সরকারিভাবে খাদ্যশস্যের নিরাপদ মজুত গড়ে তোলা এবং খাদ্যশস্যের বাজারদর স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে।

১৬.০ খাদ্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম

সুবীর নাথ চৌধুরী
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মনবাড়িয়া

খাদ্য অধিদপ্তরের সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজ করা এবং সেবা প্রাপ্তিতে সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, ভিজিট কমানো ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সফলভাবে পাইলটিং করা হয় এবং বর্তমানে সারাদেশব্যাপী এ উদ্যোগসমূহ রেপ্লিকেট হচ্ছে।

ক্র.নং	উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবক	মন্তব্য
১	'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ক্রয়	ইনোভেশন টিম, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	বাস্তবায়িত
২	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান	সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাস্তবায়িত
৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান	সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাস্তবায়িত

উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র

১. কৃষকের অ্যাপ

২. বিতরণকৃত সিল প্রদানঃ

৩. চাল সংগ্রহের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদানঃ

বিদ্যমান পদ্ধতির স্টেনসিল ফ্রেম

উদ্ভাবিত পদ্ধতির স্টেনসিল ফ্রেম

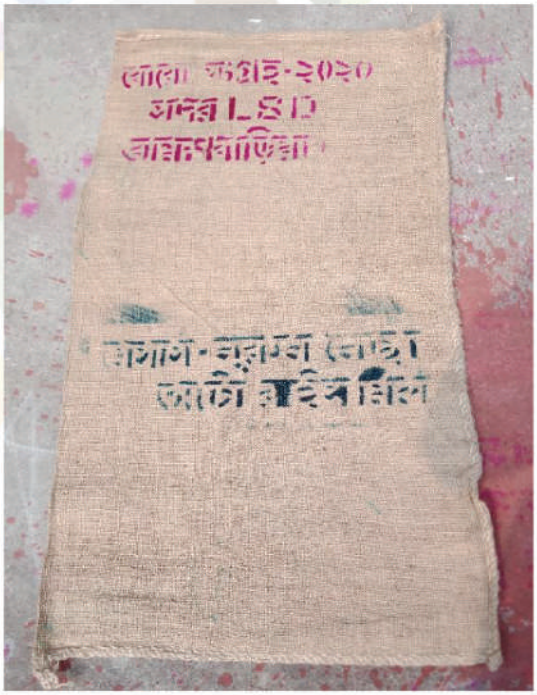

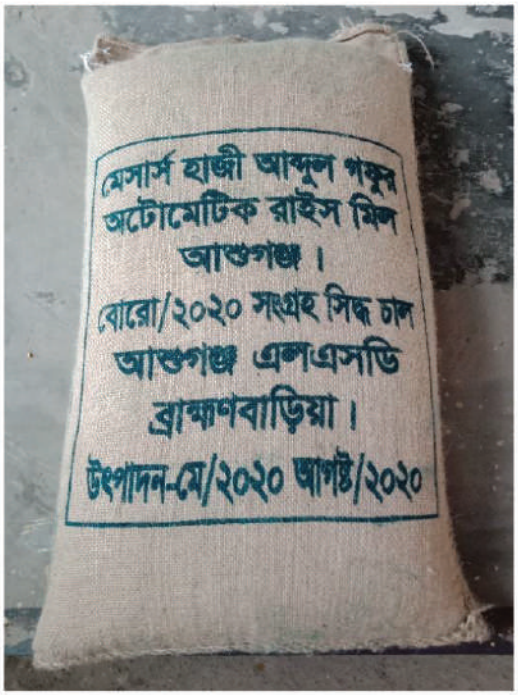

১৫.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services

INFS	Institute of Nutrition & Food Science
IPCC	The Intergovernmental Panal on Climate Changes
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LICT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম

চিত্র-১৫: আমন সংগ্রহ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ এর মত বিনিময় সভা

চিত্র-১৬: আমন সংগ্রহ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০

চিত্র-১৭: রাজশাহীর বাগমারায় আমন ধান/চাল সংগ্রহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চিত্র-১৮: কনোনাকালীন ১০ টাকা কেজি দরে চাল ক্রয়ের জন্য দীর্ঘ লাইন

চিত্র-১৯: ওএমএস কার্যক্রমে ট্রাকের মাধ্যমে চাল বিক্রয়

চিত্র-২০: ওএমএস কার্যক্রমে ট্রাকের মাধ্যমে আটা বিক্রয়

চিত্র-২১: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ

চিত্র-২২: করোনাকালীন বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমের চাল বিতরণ

চিত্র-২৩: করোনাকালীন বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমের চাল বিতরণ

চিত্র-২৪: ১.০৫ লক্ষ মে. টন নতুন গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মীরগঞ্জ এলএসডি, জলঢাকা, নীলফামারী

চিত্র-২৫: ১.০৫ লক্ষ মে. টন নতুন গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দেওয়ানহাট সিএসডি, চট্টগ্রাম

চিত্র-২৬: নির্মানাধীন আশুগঞ্জ ষ্টীল সাইলো

চিত্র-২৭: নির্মানাধীন ময়মনসিংহ ষ্টীল সাইলো

চিত্র-২৮: নির্মানাধীন মধুপুর ষ্টীল সাইলো

চিত্র-২৯: খুলনা সিএসডির রেল সাইডিং মেরামত

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দঃ

১।	জনাব মোঃ জামাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক	
২।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৩।	জনাব জসিম উদ্দিন, উপপরিচালক (উন্নয়ন), পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৪।	জনাব কে. এম মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৫।	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, উপপরিচালক, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৬।	জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি হায়দার, উপ-পরিচালক (জাহাজ ও নৌ), চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৭।	জনাব আলমগীর কবির, উপপরিচালক (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ) (সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংযুক্তিতে কর্মরত) সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৮।	জনাব হসনা বানু খানম, সহকারী উপপরিচালক, পিপিটি শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৯।	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী উপপরিচালক তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১০।	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব	

-: সহযোগিতায় :-

১।	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব শংকর চন্দ্র রায়, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	কম্পিউটার মূদ্রণে	
৩।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	প্রচ্ছদ অলংকরণে	

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
www.dgfood.gov.bd